রাত্রিলিপি

রাত্রিলিপি

শাহীন শওকত

রাত্রিলিপি
শাহীন শওকত

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : অমর একুশে বইমেলা ২০২৪

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
রাসেল আহমেদ রনি

প্রচ্ছদের চিত্রকর্ম
দেওয়ান মিজান

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে বুকস অফ বেঙ্গল বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং কলকাতা

মূল্য : ২৫০ টাকা

Ratrilipi by Shaheen Sawkat Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: February 2024
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

ISBN: 978-984-98112-9-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

আমার ভেতরে প্রবাহিত অগ্নিকুণ্ড
সেসব আড়াল করে রৌদ্রজ্বলা পথে, নদীতীরে
বনস্থলির সারল্য খুঁজে দিন গেল।
পথে পথে এত ফুল এত বৃক্ষলতা
মেঘ-বৃষ্টি ঝর্নানদী,
পদ্মা আড়িয়াল খাঁর স্ফীত জলরাশি;
ঘরে ঘরে গান উৎসব লৌকিকতা
এত ভিড়, এত জনাকীর্ণ কোলাহলে
নিজেকে খুঁজে না পাওয়ার বিভ্রম থেকে
আমাকে উদ্ধার করো মেঘ, পাখির পালক,
বনপথ, অরণ্য মৃত্তিকা।

ক বি তা ক্র ম

ধাতব জ্যোৎস্নার ফলা

অভিষেক ১১
প্রত্নঅন্ধকার ১২
ভয় ১৩
বন্ধু ১৪
উদ্‌গম ১৫
পালক ১৬
অনন্ত জন্মের আগে ১৭
দাহ ১৮
ফেরা ১৯
স্বপ্নবধ ২০
বর্ষামগ্ন ২১
রাত্রিলিপি ২২
অপেক্ষা ২৩
অস্তিত্ব বিলাস ২৪
মেঘপর্ব ২৫
চিহ্নমৃত্যু ২৬
পরিচিতি ২৭
জন্ম ২৮
নিরুদ্দেশ ২৯
সম্পর্ক স্থাপন ৩০

তবু সন্ধ্যা নামে ঘাটে

স্তব্ধতার অনুবাদ ৩৩
জল তুমি ৩৪
ঘুম ৩৫
৩৬ অপূর্ণতা
৩৭ স্মৃতি তোলপাড়
৩৮ নিঃসীম শূন্যতা
৩৯ নিরাময়হীন
৪০ অভিযাত্রা
৪১ যে গান বাজিছে বরষায়
৪২ দুঃখছায়া
৪৩ পথ অনিবার্য
৪৪ পথিক
৪৫ ছায়া
৪৬ বৃষ্টিভারী
৪৭ কান্নাভারী
৪৮ শস্যবীজ
৪৯ নৈঃশব্দের কাছাকাছি
৫০ স্বপ্নঘোর
৫১ অপ্রকাশিত যে কবিতা
৫২ প্রেমপত্র
৫৩ নৈঃশব্দে, তরঙ্গে

মর্মে গেঁথে থাকা স্মৃতিকাঁটা

৫৬ পথ, আগুনের
৫৭ আলোর অধিক কিছু
৫৮ উৎসব
৫৯ গান
৬০ পথে পথে
৬১ মেঘাবৃত যে কবিতা
৬২ অপ্রকাশ্য দিনলিপি

বাংলাদেশ ৬৩
খণ্ড কবিতা ৬৫
সম্পর্ক ৬৭
উড়াল ৬৮
এই ফাল্গুনে চৈত্রমেঘে ৬৯
দণ্ড ৭০
শীতসন্ধ্যারাত্রি যত ৭২
অভিশপ্ত ডানা ৭৩
আছি স্বপ্ন কোলাহলে ৭৪
আড়িয়াল খাঁ ৭৫
৭৬ আড়িয়াল খাঁ-২
৭৮ পোড়াতত্ত্ব
৭৯ যে জড়িয়ে আছে লতা হয়ে
৮০ সে এক জীবন
৮২ পরাজিত
৮৩ বৃষ্টির প্রার্থনা
৮৪ পরিযায়ী পাখি
৮৬ আকুলতা, নদীর কাছে
৮৭ তোমার চলার পথ

ধাতব জ্যোৎস্নার ফলা

অভিষেক

বৃষ্টিজল মাটির ফাটল থেকে আমাকে জাগায়
দিগন্ত বিস্তৃত গমক্ষেতে কে আজ প্রার্থিত
যখন নেমেছে সন্ধ্যা সোনালি ছড়ার শীর্ষে

ঝর্নাজল ধুয়ে দাও এ অপাপবিদ্ধ ছায়া
আর যতো ক্ষুধাক্লান্ত দিন।

এই বৃষ্টিপূর্ণ রাত। গুহার উষ্ণতা ছেড়ে
তবু বেরিয়ে আসছে ঝাঁক ঝাঁক ক্ষুধার্ত শৃগাল
তারা ছিঁড়ে খায় ফলন্ত শস্যের ঋতু
যখন দিগন্তে পলাতক আমি
যখন পাহারাদার আমি এই নৈশ প্রকৃতির।

প্রত্নঅন্ধকার

নদীতীরে অন্ধকার খুঁড়ে আমরা পেয়েছি জন্ম
ঘোড়ার চূর্ণিত অস্থি আর মৃত্যুর ঠিকানা

এই স্তব্ধ ভূমি থেমে আছে বহুযুগ।
শুধু সমুদ্রের মধ্যে গড়িয়ে নামছে জল।

শ্যাওলার অন্ধকারে যেখানে ছিলাম ডুবে,
সেই জলাভূমি থেকে মাথা তুলছে এখন
ঝাঁক ঝাঁক ঘুমন্ত পাহাড়।

তারাও খুঁড়ছে অন্ধকার আর রাত্রির প্রাচীর।

প্রস্তরিত পথে পথে খণ্ডিত দিন ও রাত্রি।
আমরা শতাব্দব্যাপী বিচরণ করি
তার অন্ধকার স্বপ্নগর্ভে।

তারপর একদিন ফুল হয়ে পাখি হয়ে
আমাদের জন্ম হয় অহিংস বৃক্ষের ডালে ডালে।

ভয়

রাত্রির কবরে আবার আমাকে জন্ম দিলো মেঘ।

জন্মান্তর প্রাপ্ত গুহামুখে
ধীরে ধীরে জেগে ওঠে পথ, আর
অসংখ্য পর্বতমালা।
কোনোদিন আমি কি ছিলাম পথচারী, এই পথে।

গিরিখাত আর গাছের শিকড়ে
ঝুলে থাকা মৃত্যুভয় ঢেকে দিয়ে গেছে
বরফের ঋতু।

কবরের নিস্তব্ধতা ভেঙে লক্ষ লক্ষ মৃত ঘোড়া
এখন আমাকে অতিক্রম করে ছুটে যায়

ঘাসের ভেতর তখনো আমরা অপেক্ষায় থাকি
বৃষ্টিহীন উজ্জ্বল ভোরের।

বন্ধু

হত্যাদৃশ্য হয়ে তুমি বিঁধে আছ কুকুরের পায়ে

তোমার ছায়াকে গেঁথে নিয়ে ছুটে গেছে তীর
আর ছুটে গেছে প্রহরী কুকুর।
সে আজ ক্রন্দনরত
জঙ্গলে জঙ্গলে গোয়েন্দার পায়ে সে আজ তোমাকে খোঁজে
তার চোখ জ্বলে ওঠে গর্তের ভেতর
তার দাঁতে লেপ্টে থাকে ঘন অন্ধকার
প্রভুভক্ত তার জিভ চেটে খায়
দুঃখবোধ, তোমার শোণিত।

উদ্‌গম

আজ এই গাঢ় সন্ধ্যাবেলা যখন প্রান্তর জুড়ে
জমেছে ধূসর ঢেউ। সমাধিস্থ জানালায়
আস্তাবল ভেঙে ছুটে আসে বরফের সাদা ঘোড়া।

ঠাণ্ডা হিমরাত্রি। আমার এলো না ঘুম,
চামড়ার নিচে পোড়ে ধুধু বনভূমি

হে অশ্বপ্রবণ, হে সমুদ্রগামী ঝড়
শীতের অরণ্য খুঁড়ে কেন নিয়ে যাও ঝরা পাতার উষ্ণতা
আর বহু পুরাতন শ্যাওলা জড়ানো হাড়

আমার জীবাশ্ম থেকে জন্মপ্রাপ্ত
শত শত নতুন কবর খুঁড়ে জানতে পেরেছি
এই জীবন্ত ফসিল, এই কণ্ঠস্বর
অন্ধকার স্তূপে মাটি চাপা থাকবে না একদিন।

পালক

কাকে গেঁথে নিলো ধাতব জ্যোৎস্নার ফলা
ঘাসে ঘাসে তার ব্যথিত পালক পড়ে আছে
যদিও সে মেঘে মেঘে ধাবমান
আড়ালে চলেছে চাঁদ তাকে বিদ্ধ করে ধারালো বর্শায়

চিহ্ন নেই কোথাও মৃত্যুর ঝড় এলে তবু
রক্তচিহ্ন খুঁজে উড়ে যাবে পালকেরা।

তারাও পুড়েছে প্রতারক যে জ্যোৎস্নার আয়নায়
বাতাস ভাঙলো সেই রূপোলি সন্ত্রাস।

তারপর প্রান্তরে আবার উড়েছে পালক
এবং পেছনে ঘাতক জ্যোৎস্নার তীর।